উৎসবে বর্ষবরণ

এ বুঝি বুঝি বৈশাখ এলেই শুনি
মেলায় যাইরে, মেলায় যাইরে

রঙ্গে সাজে উত্তাল ঢাকাকে দেখে এই দিনে কে বলবে এই সেই প্রতিদিনের কর্মব্যস্ত যান্ত্রিক ঢাকা? এবারও পহেলা বৈশাখে ঢাকাকে কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। রোজদিনের ব্যস্ত যান্ত্রিক জীবনেরএকঘেয়েমি কাটাতে হাপিয়ে পড়া নগরবাসী রাস্তায় নেমে আসেন সবাই নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে। আজকাল সবাই একমুখে বলেন 'বাংলা নববর্ষ' উদযাপন এখন বাংলাদেশের জাতীয় এবং সবচেয়ে বড় উৎসব। ধর্মীয় উৎসবে যে বাধাগুলো থাকে সেগুলো এধরনের উৎসবে থাকে না বিধায় সব ধর্মের বর্ণের মানুষ একসাথে আনন্দে মাতেন। মার্চের শেষ থেকেই শুরু হয় বুটিকগুলোতে, মার্কেট গুলোতে বৈশাখের কাপড়ের প্রতিযোগীতা। মুলত লাল আর সাদার- এর সমন্বয়ে তৈরী হয় বৈশাখের পোষাক। ডিজাইন হিসেবে নেয়া হয় ঢোল, তবলা, পাখা, কলসী, একতারা ইত্যাদি। তার সাথে ম্যাচিং কাঠের আর মাটির গয়নাতো আছেই। আর ছেলেদের পোষাক গুলোতে আবহমান গ্রাম বাংলার দৃশ্যের প্রাধান্য থাকে। নববর্ষের সুচনা লগ্নে পোষাকের দোকান গুলোর ভীড় ছিল উল্লেখ করার মতো। এবার বৈশাখের আগের দিন ঢাকাতে মিষ্টি বিক্রি হয়েছে পৌনে দু কোটি টাকার (জনকন্ঠ, পহেলা বৈশাখ সংখ্যা)। তবুও মিষ্টি ব্যবসায়ীরা বেশ মনক্ষুন্ন ছিলেন কারণ ক্রমাগত চিনির দাম বাড়ছে বলে মিষ্টির দাম বাড়াতে তারা বাধ্য হওয়ায় আশানুরুপ বিক্রী হয়নি। তবে মিষ্টির এ পরিসংখ্যানের বেশীর ভাগ ক্রেতাই মিষ্টি কিনেছেন ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য। ব্যবসায়ীদের হিসেব এর মধ্যে ছিলো না। বিভিন্ন খাবারের দোকানে ছিল বিশেষ বৈশাখী ভোজের ব্যবস্থা যার মধ্যে ভর্তা, ইলিশ মাছ আর পিঠা পুলির প্রাধান্য বেশী ছিল। সাত দিন আগে থেকেই চারুকলা মুখোশ বানানো উৎসবের আয়োজন করেছিল। সেখানে অসংখ্য স্বাধীন অংকন প্রিয় লোকদেরও সুযোগ ছিল চারুকলার ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে বসে মাটির হাড়িতে নানা রকম দৃশ্য আকা ও মুখোশ বানানোর। এগুলোর অনেক গুলোই সাথে সাথে বিক্রি করে বৈশাখী আনন্দ র‍্যালী বা মঙ্গল শোভাযাত্রা আয়োজনের তহবিল যোগাড় করা হয়েছে। বৈশাখকে বরন করে

নেয়ার আয়োজনে ঢাকা মুখোরিত ছিল চৈত্রের শুরু থেকেই। সকালে প্রথাগত ভাবেই রমনার বটমুলে সুর্যোদয়ের মুর্হুতে গানে গানে বৈশাখকে বরন করা হলো। রমনার বটমুল ছাড়াও শিশু পার্কে, টি, এস। সি তে, ধানমন্ডির রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে কবিতা ও গানের মাধ্যমে ন তুন বছরকে স্বাগত জানানো হয়। এছাড়া ঢাকা ক্লাব, ধানমন্ডি লেডিস ক্লাব, গুলশান ক্লাব, উত্তরা ক্লাব সবাই তাদের সদস্যদের রুচির দিকে লক্ষ্য রেখে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এমন কোন সাংস্কৃতিক সংগঠন খুজে পাওয়া বিরল যাদের বৈশাখকে ঘিরে কোন আয়োজন থাকে না। সকাল থেকে পুরো ইউনির্ভারসিতি এলাকা জুড়ে, শাহবাগের কাছ তেকে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়। এ যেনো পায়ে হাটা র-ের মিছিল। ধনী, দরিদ্র, ছেলে, বুড়ো সব একসাথে একইভাবে। নতুন বৎসর উদযাপনের জন্য নেয়া হয়েছিল কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সারা দেশ জুড়ে। পুলিশ ও র‍্যাব বাহিনীর উপস্থিতি ও সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রচন্ড গরম, যানবাহনের অপ্রতুলতা, পায়ে হাটা, ভীড় ও সর্বোপরি বোমা হামলার আতংক উপেক্ষা করে জনতার এই ঢল ছিল মনকে জাগিয়ে তোলার রন সংগীতের মতো। চারুকলার আশপাশ জুড়ে ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের ভীড় প্রতিবছরেরই মতো, সামান্য শুভেচ্ছার বিনিময়ে তারা সকলের মুখে একে দিচ্ছিলেন সবার পছন্দ মতো নতুন বছরের আল্পনা। সংবাদ মাধ্যমের উপস্থিতি ছিল প্রতিবারেরই মতো উল্লেখযোগ্য। কে কার চেয়ে বেশী এস্কক্লুসিভ ছবি তুলতে পারে, কে কার চেয়ে বেশী আর্কষনীয় সংবাদ আনতে পারে তার প্রতিযোগীতায় ব্যস্ত। সকাল থেকেই অনেকে পুরো পরিবার নিয়ে রমনাতে চলে যান সাথে বসার চাদর আর খাবার নিয়ে, সারাদিন তারা সেখান থেকে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন পরিজন নিয়ে। অনেকেই আসেন ঐতিহ্যবাহী জিনিস কেনাকাটা করার জন্য। মেলাতে এমন অনেক জিনিস আসে সারা দেশ থেকে যেগুলো সারা বৎসর হাতের কাছে পাওয়া যায় না। মাটির হাড়ী-কুড়ী, পুতুল, বাশের, বেতের তৈরী সামগ্রী ইত্যাদি। মেলাতে আরো থাকে নাগরদোলা, বানর নাচ, সাপের খেলা, বাউল গান, পান্তা ভাত আর ইলিশ ভাজা। মুরালীর গন্ধে পুরো ঢাকা ম ম করে। সাথে থাকে পুরো শহর জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রাম্যমান খাবারের দোকানে হরেক রকম খাবারের আয়োজন। চর্তুদিকে উৎসব উৎসব। মধ্যবয়স্ক ঢাকা যেনো সেদিন গা ঝাড়া দিয়ে, বেশ পালটে উঠে দাড়ানো টগবগে তরুন যুবক। যার চোখে হারিয়ে যাওয়া প্রিয়তমাকে খুজে নেওয়ার স্বপ্ন ভেসে ওঠে। ভালবাসায় উত্তাল হয়ে প্রিয়তমাকে ছিনিয়ে নিতে চায়। অনেক প্রতিষ্ঠান এ সুযোগে অল্প পয়সায় বড়ো বিজ্ঞাপন করে নেয়। ট্রাকে করে শিল্পীদের গান গাইয়ে সবার দৃষ্টি আর্কষনের সাথে থাকে বিনামুল্যে সামান্য উপহার ছুড়ে দেয়া যেমন চকোলেট, চিপস, পানি, হাতপাখা, আইসক্রীম ইত্যাদি। অনেকে আবার বিনামুল্যে হাতে মেহেদী পড়িয়ে দেন, কিংবা কিছু কাচের চুড়ি। আজকাল আর সোনার দোকানের হালখাতা উৎসব শুধু মিষ্টি খাইয়ে শেষ হয় না, বিরিয়ানী দেয়া হয় প্যাকেট লাঞ্চ হিসেবে সাথে থাকে সামান্য উপহার। ছটা গ্লাস, কিংবা প্লেট - শোপিস। সকালের মঙ্গল শোভা যাত্রার রেশ কেটে যাওয়ার পর দুপুর থেকে শুরু হয় ওপেন এয়ার কনর্সাটের আয়োজন। এ বারের আয়োজন ছিল মোটামুটি দেশব্যাপী। এনটিভি পাবনাতে ক্লোজ-আপ ওয়ান তারকাদের সমন্বয়ে আয়োজন করেছিল বিশাল কনসার্ট, চট্রগ্রামের ফয়েজ লেক, ঢাকার নন্দন পার্ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক চর্চা কেন্দ্রে ছিল বাংলাদেশের প্রখ্যাত সব ব্যন্ড দলের সমন্বয়ে জমজমাট উৎসব। গানে গানে মাতিয়ে সবাইকে নাচিয়ে আনন্দে ভরিয়ে তোলে এসব কনসার্টগুলো। শহর জুড়ে ছোট ছোট অনুষ্ঠানেরতো কোন ইয়ত্তা ছিল না। শুধু সেদিন ঢাকার রাস্তায় যা থাকে তাহলো অসহ্য যানজট।

সারা শহরবাসী আনন্দ করতে রাস্তায় নেমে আসেন বিধায় রাজপথে তিল ধারণের ঠাই থাকে না। জ্যামের কারণে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছতে সময় লাগে চারগুন / পাচগুন। কিন্তু তারপরও মন গায়,

আয় আয় আয়রে আয়
আবার সবাই মেলায় যাই
আয় আয় আয়রে আয়
উৎসবে মাতি সবাই

অনেক বছর বাইরে আছি বলে থার্টি ফাস্ট ইভ আর নিউ ইয়ার্রস বহুল পরিচিত। রাত বারোটা তেকে ঘন্টাখানেক অনেক অনেক টাকার বাজি পুড়িয়ে বন্ধুরা একসাথে অনেক ড্রিঙ্ক করে ডিসকোতে নেচে রাত দুটো কি তিনটার মধ্যেই ক্লান্ত সবাই, উৎসব শেষ। এরকম সারাদিন ব্যাপী মায় সারা সপ্তাহব্যাপী মুখরিত প্রাণের উৎসব বোধহয় এই প্রিয় বাঙ্গলাদেশেই সম্ভব।

তানবীরা তালুকদার
১৭।০৪।০৬